দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..2 FEB 2012..
পৃষ্ঠা ..১৬.. কলাম ..৩..

ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণ

□ ইনকিলাব ডেস্ক

এমএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণ করায় কুড়িগ্রাম নেছারাবাদ শরীয়তপুর ও ঘাটাইলে পরীক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ে। কুড়িগ্রাম জেলা সংবাদদাতা জানান, শিক্ষকদের খামখেয়ালিপনায় কুড়িগ্রামে বুধবার এসএসসি বাংলা প্রথমপত্রের রচনামূলক পরীক্ষার ২০১২ সালের প্রশ্নের পরিবর্তে ২০১১ সালের সিলেবাসের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়েছে পরীক্ষার্থীরা। প্রশ্নপত্র পেয়ে পরীক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে পরে পরীক্ষার্থীদের প্রতিবাদের মুখে শিক্ষকরা ২০১২ সালের প্রশ্ন দিয়ে নতুন করে পরীক্ষা নেয়। পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সূত্রে জানা যায়, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩নং কক্ষে ৫২ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ভুলবশত ২০১১ সালের সিলেবাসের বাংলা প্রথমপত্রের রচনামূলক প্রশ্নপত্র দেয়া

> কুড়িগ্রাম নেছারাবাদ শরীয়তপুর ঘাটাইলে পরীক্ষার্থীরা আতঙ্কিত

পৃঃ ২ কঃ

ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণ

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

হয়। শিক্ষার্থীরা এ ভুল প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা দেয়। একপর্যায়ে ভুল বুঝতে পেরে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শিক্ষকরাও তাদের ভুল বুঝতে পেরে এক ঘণ্টা পর সঠিক প্রশ্নপত্র দিয়ে অতিরিক্ত ৪০ মিনিট সময় দিয়ে পরীক্ষা নেয়।

পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সূত্রে জানা যায়, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩নং কক্ষে কুড়িগ্রাম সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৫২৫৮০ থেকে ১৫২৬০৫ রোল নম্বর পর্যন্ত ২৬ জন, কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৭ জন এবং বেলগাছা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ জন মোট ৫২ জন পরীক্ষার্থীদের মাঝে ভুলবশত ২০১১ সালের সিলেবাসের বাংলা প্রশ্নপত্র দেয়া হয়।

নেছারাবাদ উপজেলা সংবাদদাতা জানান, উপজেলার স্বরূপকাঠী পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের কয়েকটি কক্ষে ২০১১ সালের প্রশ্নপত্র বিতরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সকাল ১০টায় শুরু হওয়া বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষায় বেশ তিনটি কক্ষে পুরনো প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ হলেও কর্তৃপক্ষ প্রায় ৪০ মিনিট পর বিষয়টি এক শিক্ষার্থীর মাধ্যমে জানতে পারে বলে অভিযোগে প্রকাশ। এ ঘটনা জানাজানি হলে পুরনো প্রশ্নপত্র পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। কর্তৃপক্ষের এরূপ উদাসীনতা ও অবহেলার কারণে কেন্দ্রে উপস্থিত অভিভাবকদের মাঝে চরম উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়ে। খবর জানতে পেরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাৎক্ষণিক পরীক্ষার হলে গিয়ে পুরনো প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে ২০১২ সালের প্রশ্নপত্র বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং এসব কক্ষে ১০ মিনিট সময় বাড়িয়ে দিলে পরীক্ষার্থীদের মাঝে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। পরীক্ষা কক্ষে পুরনো প্রশ্নপত্র বিতরণে কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা ও অবহেলায় অভিভাবকরা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্র সচিব স্বপন কুমার দত্তের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। অপরদিকে হলসুপার মাহামুদকাঠী ইয়াছউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ তৌফিকুজ্জামানের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) উপজেলা সংবাদদাতা জানান, ঘাটাইল মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ছয়টি কক্ষে গতকাল বুধবার বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষায় ভুল প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। পরে প্রশ্নপত্র সংশোধন করা হলেও এসব কক্ষের ২০০ পরীক্ষার্থী সম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে পরীক্ষা শেষে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ সময় উপস্থিত অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্ত করেন।

এসব কক্ষের শিক্ষার্থী ও কর্তব্যরত শিক্ষকরা জানান, গতকাল এসএসসি পরীক্ষার প্রথমদিন বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষা ছিল। ঘাটাইল মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নম্বর কক্ষে ২০১১ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নের ওপর '২০১১ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র' লেখা দেখে কর্তব্যরত শিক্ষককে অবহিত করে। পরে কেন্দ্র সচিব দ্রুত ২০১২ সালের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে। পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থী শিউলি আক্তার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমরা বারবার সময় বাড়িয়ে দেয়ার আবেদন করলেও নির্ধারিত সময়ের পর শিক্ষকরা খাতা কেড়ে নেয়।' লুৎফর রহমান নামে এক অভিভাবক বলেন, 'আমার মেয়ে অবশ্যই জিপিএ-৫ পেত। শিক্ষকদের চরম দায়িত্বহীনতার কারণে সে পরীক্ষায় মাত্র ষাট নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।'

পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কেন্দ্র সচিব ও কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য শিক্ষকরা জরুরি সভা করেন। সভা শেষে তারা সমবেত পরীক্ষার্থীদের আগামী পরীক্ষায় নানা সুবিধা দেয়া হবে বলে সান্ত্বনা দেন। তা সত্ত্বেও পরীক্ষার্থীরা কাঁদতে কাঁদতে স্কুল প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে।

এ ব্যাপারে কেন্দ্র সচিব ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মফিজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, নতুন পুরনো পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নপত্র বিতরণের সময় ভুল হয়ে যায়। বিষয়টি নজরে এলে সাথে সাথে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা কী প্রতিকার পাবে সে সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কিছু বলেননি।

শরীয়তপুর জেলা সংবাদদাতা : এসএসসি বাংলা পরীক্ষার প্রথম দিনে ভুল প্রশ্ন বিতরণ করে ছাত্রছাত্রীদের ১ ঘণ্টা সময় নষ্ট করেছে শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুর ইসলামীয়া উচ্চ বিদ্যালয় ভ্যানু কেন্দ্রের শিক্ষকরা।

জানা গেছে, বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষার ১ ঘণ্টা পর্যন্ত পুরাতন সিলেবাসের পরীক্ষার্থীদের নতুন সিলেবাসের প্রশ্নপত্র অপরদিকে নতুন সিলেবাসের শিক্ষার্থীদের পুরাতন প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয় বলে জানিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। পরে কেন্দ্র সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তারা তা সংশোধন করতে যাওয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উপস্থিত সবার অনুরোধে শিক্ষার্থীরা ১ ঘণ্টা পরে প্রশ্নপত্র পরিবর্তন করলেও শতাধিক শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া নিয়ে সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এদিকে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে কেন্দ্র সচিব সালাউদ্দিন মিয়া, সহকারী সচিব কহিনুর আক্তার দোলা ও হল সুপার শাহিনুর আক্তারকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

চন্দনাইশে অনিয়ম

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা : চট্টগ্রামের চন্দনাইশে গতকালের এসএসসি পরীক্ষার বাংলা ১ম পত্র বিষয়ে প্রশ্নপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, বাংলা ১ম পত্রের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পুরাতন সিলেবাসের অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদেরও নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মতো নতুন সিলেবাসের প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়। এভাবে ১৫-২০ মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত সচিব, সহসচিব, হল সুপার পরীক্ষা কেন্দ্রের কক্ষে কক্ষে গিয়ে পুরাতন সিলেবাসের পরীক্ষার্থী আছে কিনা জানতে চায়। পরে অনিয়মিত তথা পুরাতন সিলেবাসের পরীক্ষার্থীরা দাঁড়ালে তাদেরকে সরবরাহকৃত প্রশ্নের উত্তর না লিখার জন্য নির্দেশ দেয় এবং সরবরাহকৃত প্রশ্ন ফিরিয়ে নেন।